দৈনিক
ইনকিলাব

28 MAR 2003

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা

গত বৃহস্পতিবার থেকে দেশে ৭টি শিক্ষা বোর্ডের ২০০৩ সালের এসএসসি, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা শুরু হয়েছে। সারাদেশে এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১১ লাখ ৩৪ হাজার ৪৯ জন। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৫ লাখ ১৮ হাজার ৬শ' ১৭ জন ছাত্র এবং ৪ লাখ ১৫ হাজার ৩৫ জন ছাত্রী। শিক্ষা জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষা বলেই এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা নিয়ে পরীক্ষার্থী এবং পরীক্ষার্থীর নিকটজনদের উদ্বিগ্নতা বেশী। নিরুদ্বিগ্ন পরিস্থিতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাবিধি কর্তব্য পালন করবেন– এটাই প্রত্যাশিত। বিগত বছরের আগের বছর সার্টিফিকেট পরীক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় কোন কোন কেন্দ্রে শৈথিল্য প্রদর্শন ছিল উচ্ছৃঙ্খল পর্যায়ের। বরাবর এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা নিয়ে স্থানীয় ও উচ্চমহলের প্রভাবশালীরা কিছু কিছু পরীক্ষা কেন্দ্রে নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে নকলবাজির মাধ্যমে ছাত্রদের পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট করে দেয়। এক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী নকলের জন্যই সুবিধাজনক কেন্দ্রে পরীক্ষা দেয়– এক্ষেত্রে তাদের অভিভাবকদের ভূমিকাও কম নয়। গত দুই বছর নকল বন্ধের জন্য সরকার বিশেষভাবে তৎপর ছিলেন। এ বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নকলের বিরুদ্ধে আরও কঠোর অবস্থান নেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এ ঘোষণা বাস্তবায়নের সুদূরপ্রসারী ফল এ জাতি ভোগ করুক, তা আমাদের সকলের কাম্য।

পরীক্ষায় নকল করা আত্মধ্বংসী কাজ সন্দেহ নেই। একজন নকলবাজ ছাত্র জীবনের সকল ক্ষেত্রেই হোঁচট খেয়ে পড়ে এবং তার মাথা উঁচু করে শিক্ষা জীবনে চলাটাই দুষ্কর। নকল অতি অবশ্যই দুর্নীতি। যারা এই দুর্নীতিকে আশ্রয় করে পরীক্ষার বৈতরণী পার হয়, তাদের দ্বারা সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্র সবকিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরা কেউ যখন আমলা, চিকিৎসক, শিক্ষক হিসেবে পদ অলংকৃত করে তখনকার ক্ষতি আরও অপূরণীয়। পরীক্ষা হচ্ছে প্রতিযোগিতা। পুরো শিক্ষা গ্রহণ করে পরীক্ষার্থীরা এসব পরীক্ষায় অবতীর্ণ ও ভালভাবে উত্তীর্ণ হলেই দেশের মঙ্গল। দেশে নকলপ্রবণতা বন্ধ হলে শিক্ষা ব্যবস্থার নিষ্কলুষতা পরিস্ফুট হবে। কিন্তু আরও একটি কথা না বললে চলছে না যে, শুধু নকল প্রবণতা বন্ধ হলেই শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটবে না। শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের যথার্থ জ্ঞানার্জন নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি স্কুল বা মাদ্রাসায় বা কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার মত উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষকদের হতে হবে শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনে সহায়তা করার মত উদার ও তাদের মঙ্গলকামী। শিক্ষকগণ যদি প্রাইভেট টিউশনী নিয়ন্ত্রণ করে ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানদান করেন, তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের উপকার হবে বেশী। প্রতিবছর পাবলিক পরীক্ষা নিয়েও অনেক ধরনের খামখেয়ালি হয়। ভাল ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল পরীক্ষা দিয়েও একটি-দু'টি সাবজেক্টে ফেল করছে, ফল বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে, পরীক্ষার খাতা পুনঃ মূল্যায়নের চেষ্টাকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে, বিলম্বিত করা হচ্ছে, প্রশ্নপত্র ফাঁস, প্রশ্নে ভুল, সিলেবাসের বাইরে প্রশ্ন করা– ইত্যাদি ভুল ও ভ্রান্ত পদক্ষেপ বহু ছাত্রের জীবন নষ্ট ও বিপর্যস্ত করছে– এগুলো এমন সমস্যা যা গুরুত্ব দিয়ে সমাধান করা উচিত। পরীক্ষা কেন্দ্রে ও কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা ভিজিলেন্স টিমের আকস্মিক অবিবেচনার কারণে নিরপরাধ ছাত্র-ছাত্রী যাতে বহিষ্কার না ঘটে সে বিষয়ে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। তেমনি উচ্ছৃঙ্খল অশিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে শিক্ষক নিগ্রহ না ঘটে– সে বিষয়েও সচেতনতা আবশ্যক। প্রতিবছর শিক্ষা প্রসারের নমুনা হিসেবে বোর্ডের পরীক্ষায় বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে– যা আশব্যঞ্জক। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, তাই এ ক্ষেত্রে সকল সংকট ও সমস্যা থেকে উত্তরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী। এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের জীবনে প্রথম পরীক্ষা। সুতরাং এ পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া ও পরীক্ষার খাতার যথার্থ মূল্যায়নের মাধ্যমে ফল প্রদান করা– সব পর্যায় সম্পন্ন হওয়া উচিত সুষ্ঠুভাবে।